সমকাল

তারিখ 03 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রচলনের পাঁচ বছর

শিক্ষা | শেখ শাহবাজ রিয়াদ

শিক্ষক প্রশিক্ষক

গত তিন বছরের সামগ্রিক পাসের হার, জিপিএ প্রাপ্তির হার, শতভাগ পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং কেউ পাস করেনি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিচার-বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কাছে তেমন কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি তো করেইনি বরং তাদের আত্মবিশ্বাসী করেছে। তাদের নিজের বুদ্ধি ও মেধা খাটিয়ে এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কিছু লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে

২০১০ সালে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের নাম পাল্টিয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে এসএসসি পরীক্ষায় বাংলা প্রথমপত্র এবং ধর্মশিক্ষা বিষয়ে প্রথমবারের মতো সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় সব বিষয়ে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলাসহ শাখাভিত্তিক বেশ কয়েকটি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ ও পাবলিক পরীক্ষা প্রচলিত আছে এবং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখে আমাদের শিক্ষার্থীরা অভাবনীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে গত কয়েক বছর ধরে। আমাদের সবার মনে আছে, যখন কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রবর্তনের কথা হয়, তখন অভিভাবক সমাজের একাংশ এবং দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদদেরও কয়েকজন এর বিরোধিতা করেছিলেন এ বলে যে, এটি শিক্ষার্থীদের জন্য ভয় ও আতঙ্কের হবে। শেষ পর্যন্ত 'কাঠামোবদ্ধ' শব্দের আতঙ্ক দূরীকরণে সৃজনশীল প্রশ্ন নাম দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। গত তিন বছরের সামগ্রিক পাসের হার, জিপিএ প্রাপ্তির হার, শতভাগ পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং কেউ পাস করেনি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিচার-বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কাছে তেমন কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি তো করেইনি বরং তাদের আত্মবিশ্বাসী করেছে। তাদের নিজের বুদ্ধি ও মেধা খাটিয়ে এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কিছু লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, কাঠামোবদ্ধ নাম থাকলেও শিক্ষার্থী তাই করত, যদি না অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের আগেই আতঙ্কিত হয়ে না যেতেন বা আতঙ্ক না ছড়িয়ে পড়ত। তবে 'সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলে কোচিং, গৃহশিক্ষক এবং নোটগাইডের ওপর শিক্ষার্থীদের নির্ভরশীলতা কমে আসবে বলে যে আশা করা হয়েছিল, তা পূরণ হয়েছে বলে মনে হয় না। এর অবশ্য বিবিধ কারণ রয়েছে। বড় কারণ হলো, শিক্ষকদের সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ ধারণা। এ ধারণা আরও ঘনীভূত হয়েছে সাম্প্রতিককালে মাউশি প্রকাশিত প্রতিবেদনে। প্রবর্তনের চার বছর পর সম্পাদিত গবেষণাধর্মী প্রতিবেদনে প্রকাশ মাত্র ৫৫ ভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এ পদ্ধতিতে প্রশ্ন করতে সক্ষম। ১৯ ভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাইরে থেকে প্রশ্নপত্র কিনে পরীক্ষা নেন। আর ২৬ ভাগ বিদ্যালয় কিছু বিষয়ের প্রশ্ন নিজেরা তৈরি করেন আর কিছু প্রশ্ন অন্য বিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ বা কিনে এনে পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব অবস্থা আরও হতাশাজনক। প্রায় সব শিক্ষকই বাজারে প্রচলিত গাইডবইগুলোতে যে নমুনা প্রশ্ন দেওয়া থাকে এবং পাবলিক পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়, তা অনুসরণ করেই শুধু নাম পাল্টিয়ে প্রশ্ন করে থাকেন। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক, খ, গ ও ঘ প্রশ্নের ধরনে মূলত কোনো পরিবর্তন হয় না। যার কারণে চার বছরে এসে সৃজনশীল প্রশ্নগুলো সৃজনশীলতা হারিয়ে গতানুগতিক হয়ে পড়েছে। আবার দেশের সেরা প্রতিষ্ঠানের সাময়িক পরীক্ষা, প্রাক-নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নগুলো গাইড ও টেস্ট পেপারগুলোতে ছাপানো হয়। ফলে দেশের সব শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সেগুলোকেই আদর্শ ধরে সারা বছর কোচিং করে প্র্যাকটিস করতে থাকেন। যার কারণে কোচিং, গৃহশিক্ষকতা কিংবা গাইডের প্রতি নির্ভরতা না কমে বরং বেড়েছে। উল্টো শিক্ষার্থীরা টেক্সস বইয়ের বদলে গাইডবই-নির্ভর হয়ে যায় ক্লাস শুরুর দুই-এক মাস পরপরই। পাঠ্যবইগুলোতে সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা দেওয়া আছে দু'একটি করে। অন্যদিকে গাইডবইগুলো নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর থাকে অসংখ্য। ফলে নম্বরমুখী শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কাজের চাপে ক্লান্ত শিক্ষক সমাজ সবাই গাইডমুখী হয়ে পড়েছে। যেখানে আলটিমেট লক্ষ্য উচ্চ নম্বর ও গ্রেড, সেখানে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের গাইড-নির্ভরতাই স্বাভাবিক। সৃজনশীল প্রশ্নের কাঠামোগত দুর্বলতাও আরেকটি কারণ। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলে যেভাবে প্রশ্ন করতে বলা হয়েছে, সেটি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় বলে মনে হয় না। যেমন সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামোর শুরুতেই বলা হয়েছে, একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক ও উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকবে এবং প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে থাকবে। তবে গত চার বছরের সম্পাদিত বেশিরভাগ পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নে এ নিয়মটি যথাযথভাবে মানা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ ধরনের প্রশ্নে সরাসরি পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ বিবরণ জানতে চাওয়া হয় না। অথচ বেশিরভাগ অনুধাবন স্তরে সুরাসরি পাঠ্যপুস্তকের প্রশ্ন করা হচ্ছে। আবার প্রয়োগমূলক প্রশ্ন সম্পর্কে বলা হয়েছে, সৃজনশীল প্রশ্নের এ অংশটি ভালোমানের নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপকের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্দীপকের সঙ্গে প্রয়োগমূলক প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক থাকছে না। সর্বশেষ উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের যে বৈশিষ্ট্য ম্যানুয়েলে বলা হয়েছে তা হলো, এ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচার-বিবেচনা করার দক্ষতা, কোনো বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা হয় এবং 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর উদ্দীপক বিবেচনায় না এনে করা সম্ভব হবে না। চার বছর পর সময় হয়েছে উচ্চতর দক্ষতার প্রচলিত প্রশ্নগুলো সত্যিকার অর্থে ব্লুম টেক্সোনমি অনুযায়ী উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন হচ্ছে কিনা।

কারণ বেশিরভাগ উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন ও অনুধাবন প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। তাছাড়া যে কোনো প্রশ্নের সঙ্গে 'বিশ্লেষণ করো', 'মূল্যায়ন করো' + 'সৃষ্টি করো' কিংবা 'মতামত দাও' কথাটি যুক্ত করে দিলেই তা উচ্চতর প্রশ্ন হয়ে যায় না। এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেমন কঠিন, প্রশ্নটি করাটাও বেশ কঠিন। যদিও শিক্ষার্থীরা তাদের বয়সের তারুণ্য শক্তি দিয়ে, অজানাকে জয় করার সাহস দিয়ে যে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে আসতে পারছে। অন্যদিকে শিক্ষকরা যে কোনো একটি প্রশ্ন সামনে রেখে সব প্রশ্নের উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন করে চলেছে বছরের পর বছর। ফলে নম্বর প্রদান বা প্রাপ্তিতে তেমন হেরফের হচ্ছে না। কিন্তু বিভিন্ন প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের মাধ্যমেও একটি নির্দিষ্ট উত্তর চাওয়া হচ্ছে। তাহলে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকল কোথায়? শিক্ষাক্রমের যে কোনো বিষয়ের পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য যৌক্তিক সময়। তা যদি হয় মূল্যায়ন ব্যবস্থার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে আরও বিবেচনার দাবি রাখে। সম্প্রতি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সৃজনশীল প্রশ্নপত্র বাইরে থেকে সংগ্রহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। এই নতুন নির্দেশনার কারণে এখন থেকে দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা আর বাইরে থেকে রেডিমেড প্রশ্নপত্র কিনে বা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে পরীক্ষা পরিচালনা করতে পারবেন না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকদেরই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে। আমরা সরকারের এ নির্দেশনাকে স্বাগত জানাই। আশা করি যথাযথ মনিটরিংয়ের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা হবে। তবে আশঙ্কা করি, এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শিক্ষকরা না জানি অধিকতর গাইডনির্ভর হয়ে যান। কেননা শিক্ষকদের বড় একটি অংশ এখনও প্রশিক্ষণের বাইরে রয়ে গেছে। আবার যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তা অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণ। এসব দিক বিবেচনা করে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, প্রচলিত সৃজনশীল প্রশ্নের কাঠামো, প্রশ্নের ধরন, প্রশ্নের সংখ্যা আরেকবার মূল্যায়ন করা হোক। কেননা বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য দেশের ৩০-৪০ হাজার স্কুল-মাদ্রাসায় কয়েক লাখ ভিন্ন ভিন্ন ও মৌলিক উদ্দীপক দিয়ে প্রশ্ন তৈরি করা কতটুকু সম্ভব, তাও বিবেচনাযোগ্য। এ সমস্যার উত্তরণে অনতিবিলম্বে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং উদ্দীপক ছাড়াও যে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নসহ সব প্রশ্ন করা যায় সেদিকটি ক্লাসে লাগানো যেতে পারে। তবে সবার আগে প্রয়োজন মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে জাতীয় কর্মশালার।

riadisrat1971@yahoo.com